৩১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 2 4 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

ইউনিসেফের নূতন আঞ্চলিক পরিচালক

নারী শিক্ষা, জন্মশাসনসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হইয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়া দেশসমূহের আঞ্চলিক পরিচালক মিঃ নাইজেল ফিশার বলিয়াছেন, নারী শিক্ষা, জন্মশাসনসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের নেতৃস্থানীয় দেশসমূহের একটি। এইসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কাঠমন্ডুভিত্তিক আঞ্চলিক পরিদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম বাংলাদেশ সফর করিয়া মিঃ নাইজেল উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, আমাদের মনে রাখিতে হইবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক বসবাস করিতেছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে এবং বিশ্বের মোট অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের শতকরা ২২ ভাগ রহিয়াছে দক্ষিণ এশিয়ায়। তিনি বাংলাদেশের নারী শিক্ষা, অপুষ্টি, শিশু পাচার, 'শিশুশ্রম, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু ও আর্সেনিক' সমস্যাসহ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ইউনিসেফের পক্ষে অধিকতর কর্মসূচী গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন।

মিঃ নাইজেল ফিশারের এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ইউনিসেফের পক্ষে কাজ করার দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে তাহার অগ্রাধিকার সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাতৃমৃত্যুহার, অপুষ্টি সমস্যা, শিশু শ্রম ও দারিদ্র্য এই অঞ্চলের অন্যতম সমস্যা। তিনি বলেন, এদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী নারী এবং নারী শিক্ষার অগ্রগতির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব।

তিনি নারী ও শিশু পাচার এবং যৌন হয়রানি সমস্যাকে শুধু অপরাধ বিষয়ক সমস্যা না ভাবিয়া কোন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দারিদ্র্য, পুলিশী সমস্যা ইত্যাদির সামাষ্টিক পরিণতি হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আশাব্যঞ্জক দিক হইতেছে নারী শিক্ষার পাশাপাশি নারীরা কর্মমুখী হইতেছে। তিনি বাংলাদেশের ইউনিসেফের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অধিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের আশ্বাস দেন।

গতকাল (মঙ্গলবার) ইউনিসেফ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক ব্রিফিং-এ মিঃ নাইজেল একথা বলেন। সাংবাদিক ব্রিফিং-এ ইউনিসেফের আবাসিক প্রতিনিধি শাহীদা আজফর, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মিস জুন কুনুসি, শিশু অধিকার সেকশনের রোশনান মুর্তজা, প্রোগ্রাম অফিসার এ্যান ক্লেয়ার বক্তব্য রাখেন। মিঃ নাইজেল ফিশার ইউনিসেফসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে সহায়তার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

শাহীদা আজফার বলেন, শিশুর অধিকার রক্ষা, আর্সেনিক দূষণ রোধ, পুষ্টি ও পয়ঃ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নারী শিক্ষায় ইউনিসেফ নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে।